পরিকল্প নং ৩০৪

তাজাম্মুউল হায়াত (একের ভিতর পাঁচ মুনাফাসহ)

এ বীমার অধীনে জীবনের যে কোন ঝুঁকি দূর্ঘটনা থেকে একটি পরিবারকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। পেশাজীবি মানুষের জীবনের প্রথম দিকে আয় কম থাকে, অথচ চাহিদা ও দায়িত্ব অনেক বেশী। প্রগতি লাইফের এ ব্যতিক্রমধর্মী পরিকল্পের বীমার মাধ্যমে খুব স্বল্প টাকার প্রিমিয়ামের বিপরীতে পরিবারকে সব ধরনের আর্থিক ঝুঁকিমুক্ত রাখা সম্ভব।

ধারাসমূহ ঃ

১। **মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ ঃ** মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময়ে বীমাবৃতের স্বাভাবিক মৃত্যুতে (আল্লাহ না করুন) মনোনীতককে সম্পূর্ণ বীমা অংক প্রদান করা হয়।

২। **দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ঃ** দূর্ঘটনাজনিত বীমাবৃতের অকাল মৃত্যুতে (আল্লাহ না করুন) মনোনীতককে বীমা অংকের দ্বিগুণ প্রদান করা হয়।

৩। **অক্ষমতায়/অঙ্গহানীতে ক্ষতিপূরণ ঃ** দূর্ঘটনার কারণে বীমাবৃত শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে গেলে (আল্লাহ না করুন) বাকী মেয়াদের জন্য সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যাবে (একক প্রিমিয়াম প্রদান বীমার জন্য প্রযোজ্য নয়) এবং সম্পূর্ণ বীমা অংক বীমাবৃতকে মাসিক কিস্তিতে ১০ বছর ধরে পরিশোধ করা হবে।

৪। **মুনাফাসহ সকল জমাকৃত প্রিমিয়াম ফেরত ঃ** বীমাবৃতের জীবদ্দশায় অক্ষমতার দরুন পূর্বে কোন সুবিধা প্রদান না করা হলে মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ জমাকৃত সকল প্রিমিয়াম বীমাবৃতকে ফেরত প্রদান করা হবে। মুনাফার হার হবে বীমা মেয়াদের সমান; অর্থাৎ ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদী বীমা মুনাফার হার হবে যথাক্রমে ১৫% ও ২০% (প্রাক্কলিত)

৫। **বিনামূল্যে বীমা সুবিধা ঃ** মেয়াদ শেষে বীমাবৃতের জীবদ্দশায় অতিরিক্ত ৫ বছরের জন্য নিম্নলিখিত হারে বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে। ৬০ বছর বয়সের পূর্বে মৃত্যুতেই শুধুমাত্র এ বীমা ঝুঁকির টাকা প্রদান করা হবে।

বীমার মেয়াদ	বিনামূল্যে বীমা সুবিধা প্রতি ১,০০০ টাকা বীমা অংকের জন্য
১২-১৪ বছর	টাঃ ৩০০
১৫-১৭ বছর	টাঃ ৪০০
১৮-২১ বছর	টাঃ ৫০০

স্বল্প প্রিমিয়াম হার (সর্বনিম্ন প্রিমিয়াম ৫ টাকার কম)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাভাবে বাজে খরচ করে ফেলি। কিন্তু প্রতিদিন ৫টাকার কম খরচ করেও আপনি অতি সহজেই ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার এ বীমা গ্রহণ করে আপনার পরিবারকে যে বিপদে আর্থিক ঝুঁকি মুক্ত করতে পারেন। এ বীমার আওতায় সম্পাদিত মূল্য ও কর্জ নেয়ার সুবিধা নেয়া যাবে না এবং কমপক্ষে বীমা চালু থাকার পর সমর্পণ মূল্যের সুবিধা পাওয়া যাবে।

একক প্রিমিয়ামঃ

এ পরিকল্পে একক প্রিমিয়াম প্রদানেরও সুবিধা রয়েছে। একক প্রিমিয়াম পলিসি গ্রহণ তুলনামূলকভাবে প্রিমিয়ামের হার অনেক কম হয়। এ ছাড়া এতে মোটা অংকের আয়কর রেয়াত পাওয়া যায় এবং একবার প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় বলে প্রতি বছর প্রিমিয়াম প্রদানের ঝামেলা থেকে চিন্তামুক্ত থাকা যায়।